যুগান্তর

তারিখ ...23 AUG 2015...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...৭...

সৃজনশীল ধুঁকছে দক্ষ শিক্ষকের অভাবে

মুসতাক আহমদ

ক্লাসে পড়ানো, প্রশ্ন তৈরি এবং পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে দক্ষ শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে সৃজনশীল পদ্ধতি। শিক্ষকদের দুর্বল প্রশিক্ষণ ও ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার কারণে এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের কাছে বোঝায় পরিণত হয়েছে। এ অবস্থায় কাজ চালিয়ে নেয়ার জন্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর গাইড বইয়ের ওপর নির্ভরশীলতা বেড়েছে। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গাইড বই অনুসরণ করে ক্লাসে পাঠদান এবং প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে। একইভাবে বেড়েছে কোচিংনির্ভরতা। নতুন এ ব্যবস্থায় শহরের চেয়ে গ্রামের শিক্ষার্থীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ না দিয়ে এই পদ্ধতি প্রবর্তন করায় শুরুতেই ভুল হয়েছে। ছয় বছর ধরে বিভিন্ন শ্রেণীতে যোগ হয়েছে নতুন নতুন পাঠ্যবই। কিন্তু ওইসব বিষয়ে কোনো শিক্ষক তৈরি করা হয়নি। স্কুল পর্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি এবং পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন যথাযথ হচ্ছে কিনা তা মনিটর করা হয়নি। জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি এবং সমমানের পরীক্ষাগুলোর প্রশ্ন তৈরি এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নের বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে নেয়া হয়নি। এসব কারণে গত ৬ বছরে সৃজনশীলের মতো আধুনিক পদ্ধতিটির বাস্তবায়ন হয়েছে মাত্র ২৫ ভাগ।

নতুন এই পদ্ধতি সম্পর্কে ৯ আগস্ট সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'আমরা সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করেছি। হয়তো আমাদের ভুল-ত্রুটি আছে। সবাইকে প্রস্তুত করতে পারিনি। তারপরও এখন এই পদ্ধতিকে আরও উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে।'

সৃজনশীলের ভালো-মন্দ

কোচিং গাইড নির্ভরতা কমেনি

এ পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের বোঝা

গ্রামের শিক্ষার্থীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত

সৃজনশীল পদ্ধতি বাস্তবায়ন কর্মসূচির যুগ্ম পরিচালক (জেপিডি) রতন রায় রোববার সকালে যুগান্তরকে বলেন, পাঠদান, প্রশ্ন প্রণয়ন ও পরীক্ষা আর শিক্ষার্থী মূল্যায়নে যে সমস্যা হয়েছে তা শিক্ষকের মানের কারণে। আমাদের বেশির ভাগ শিক্ষকের মান কাঙ্ক্ষিত নয়। অনেকে প্রশিক্ষণের ভাষাও বোঝেন না। তাছাড়া অনেক শিক্ষকের এ ক্ষেত্রে আন্তরিকতা ও উদ্যোগের অভাব আছে। তিনি বলেন, সৃজনশীল পদ্ধতির প্রবর্তন আর প্রশিক্ষণ একই সঙ্গে শুরু হয়েছে। আগে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। প্রত্যেক শিক্ষককে একবার করে হলেও তিন দিনের সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করে এনসিটিবিরই এক কর্মকর্তা বলেন, 'শিক্ষকরা এই পদ্ধতি বোঝেন না। তারা গোঁজামিল দিয়ে পড়াচ্ছেন।' 'সনাতনী পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা কিছু হলেও শিখতে পারত। কিন্তু এখন বলতে গেলে কিছুই শেখে না। আমরা অন্ধকারের দিকে হাঁটছি।' বিশেষজ্ঞদের মতে, সৃজনশীল পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করে পরীক্ষায় কোনো প্রশ্নের উত্তর লিখবে না। এজন্য ধুঁকছে : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

ধুঁকছে : দক্ষ শিক্ষকের অভাবে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তাদের অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে ক্লাসে পাঠদানের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হবে। পরীক্ষার প্রশ্ন হবে সৃজনশীল উত্তর দেয়ার উপযোগী করে। পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নও হবে সৃজনশীলে দক্ষ শিক্ষকদের দ্বারা। অর্থাৎ পাঠদান বা পড়ানো, প্রশ্ন প্রণয়ন ও পরীক্ষা নেয়া এবং খাতা মূল্যায়ন— এই তিন ক্ষেত্রেই সৃজনশীল পদ্ধতির প্রয়োগ থাকবে। এই তিনটির নেপথ্যেই কারিগরের ভূমিকায় থাকবেন শিক্ষক। তাদের নতুন এই পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তোলা হবে। কিন্তু বাস্তব চিত্র হচ্ছে, সেই শিক্ষকদেরই সৃজনশীলতায় দারুণ অভাব রয়েছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, দেশে বর্তমানে যে সংখ্যক শিক্ষক আছেন তাদের সবাইকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। যাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, তাদের বেশির ভাগই এই পদ্ধতি বোঝেন না। সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, মূলত নামমাত্র প্রশিক্ষণ দেয়ার কারণে এমন হয়েছে। ফলে সৃজনশীলে অদক্ষ ও অযোগ্য এবং সৃজনশীল না বোঝা শিক্ষক দিয়ে চলছে এই পদ্ধতি বাস্তবায়নের কাজ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম যুগান্তরের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, 'শিক্ষায় সৃজনশীল পদ্ধতি প্রয়োগের উদ্যোগ খুবই ভালো। কিন্তু এ পদ্ধতির বাস্তবায়ন চলছে গোঁজামিল দিয়ে।'

সূত্র জানায়, সারা দেশের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় মোট শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লাখ। অথচ সরকারি হিসাবে পাঁচ লাখ শিক্ষককে সৃজনশীলের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সাড়ে তিন লাখ শিক্ষকের ভেতর থেকে মুখ চেনাদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঁচ লাখের সংখ্যা দাঁড় করানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এদের মধ্যে নয় হাজার শিক্ষক আছেন যাদের ১২ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এদের ওপর ভর করেই চলছে সৃজনশীল পদ্ধতি। এরাই প্রশ্ন তৈরি করছেন। কাজ করছেন প্রধান পরীক্ষক হিসেবে। এদের অধীনে কয়েক লাখ শিক্ষক জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি এবং সমমানের পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করছেন। যাদের কিছুসংখ্যকের সর্বোচ্চ প্রশিক্ষণ মাত্র তিন দিনের। এছাড়া প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের সংখ্যাও অনেক।

বিগত দুই থেকে আড়াই বছরে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একাধিক নতুন দিক। এর একটি হচ্ছে, ২০১৩ সালে চালু করা নতুন কারিকুলামের পাঠ্যবই। অপরটি হচ্ছে, গত ২১ মাসে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় নিয়োগ পেয়েছে প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষক। এই নতুন শিক্ষকরা কারিকুলাম এবং সৃজনশীল পদ্ধতির সম্পর্কেই প্রশিক্ষণ পাননি। পুরনো শিক্ষকদের অধিকাংশ পেয়েছেন নামমাত্র প্রশিক্ষণ। এর প্রভাব পড়েছে পাঠদান, প্রশ্ন প্রণয়ন ও পরীক্ষা নেয়া এবং শিক্ষার্থী মূল্যায়নে। ফলে শিক্ষার্থীরা কখনও অতি মূল্যায়ন আবার কখনও কম মূল্যায়নের শিকার হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) অধ্যাপক ড. রতন সিদ্দিকী যুগান্তরকে বলেন, 'সৃজনশীল পদ্ধতি আধুনিক, যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনে এর উপযুক্ত কার্যকারিতা আছে। কিন্তু প্রায়োগিক দুর্বলতার কারণে এর থেকে প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছি না।'

জানা গেছে, সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষককে সৃজনশীল বিষয়ে প্রশ্ন প্রণয়ন করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে খুব কমসংখ্যক শিক্ষক কাজটি করেন। নাম প্রকাশ না করে একাধিক শিক্ষক ও জেলা শিক্ষা অফিসার (ডিইও) জানান, বরিশাল অঞ্চলে 'মুন্সি প্রকাশনী' থেকে অনেক স্কুল-মাদ্রাসা প্রশ্ন ছাপিয়ে নেন। এভাবে সারা দেশেই অসংখ্য প্রশ্ন ছাপানোর প্রতিষ্ঠান আছে। যেসব প্রতিষ্ঠান ছাপাখানা থেকে প্রশ্ন কেনেন না, তাদের অনেকে উপজেলাভিত্তিক সমিতির মাধ্যমে প্রশ্ন প্রণয়ন করেন। এ ক্ষেত্রে স্কুলভিত্তিক বিষয় ভাগ করে দেয়া হয়। এক এক স্কুল এক এক বিষয়ের প্রশ্ন প্রণয়ন করেন। এরপর তা ভাগাভাগি করে নেন সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলো। এই দুই পদ্ধতি অনুসরণ করে অনেকে স্কুলের নামে প্রশ্ন ছাপিয়ে আনেন। এরপর বলেন, তারা নিজেরা প্রশ্ন প্রণয়ন করেছেন।

এর কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে একাধিক বোর্ডের কর্মকর্তারা বলেন, সৃজনশীল পদ্ধতির চারটি স্তর। জ্ঞানমূলক, অনুধাবন, উচ্চতর দক্ষতা এবং বিশ্লেষণমূলক। খুব কম শিক্ষক আছেন যারা শেষের দুটি স্তর বোঝেন। তারা এটা না বোঝার কারণে শিক্ষার্থীকে বোঝাতে পারেন না। ক্লাসে উচ্চতর দক্ষতা এবং বিশ্লেষণমূলক ধাপের ওপর কোনো পাঠদান হয় না। শেষ দুটি ধাপের জন্যই শিক্ষক পাঠদানের জন্য গাইডের মুখাপেক্ষী হন। প্রকাশনীগুলো শিক্ষকদের গাইড দিয়ে যায়। তারা তা দেখে পড়ান। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরও গাইড কিনতে বলেন এবং গাইড দেখে মুখস্থ করতে বলেন। ফলে শিক্ষার্থীরাও কেবল প্রথম দুটি ধাপ বোঝে। আর বাকি ধাপ দুটি সেই আগের মতোই মুখস্থ করে। অথচ সৃজনশীল পদ্ধতিতে কোনো কিছু মুখস্থ করার কথা নয়।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিটের (বেডু) পরিচালক রবিউল কবীর বিদেশ যাওয়ার আগে যুগান্তরকে বলেন, সৃজনশীল পদ্ধতির সফল বাস্তবায়ন করতে হলে আগে শিক্ষককে দ্বিগুণ সৃজনশীল করতে হবে। আর ক্লাসে পাঠদান পদ্ধতিতে লেকচার মেথড বাধ্যতামূলকভাবে বাদ দিতে হবে। তিনি বলেন, ক্লাসে শিক্ষকের পাঠদান যথাযথ হলে কোচিং-প্রাইভেট আর নোট-গাইড বইয়ের ওপর নির্ভরশীলতা থাকার কথা নয়। কিন্তু অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, দুটির প্রকোপই বেড়েছে। যদি কোনো শিক্ষক ক্লাসে না পড়িয়ে ব্যক্তিগতভাবে শেখাতে চায়, তাহলে সেটা তার নৈতিক অবক্ষয়।

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টরা বলেন, ক্লাসে শিক্ষকদের পাঠদান আর প্রশ্ন তৈরিতে দুর্বলতার প্রধান কারণ হচ্ছে— এই সৃজনশীল পদ্ধতি না বোঝা। প্রত্যেক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিতে পারলে এই পদ্ধতির সফল বাস্তবায়ন হতো। কিন্তু সরকার প্রথমত, সব শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়নি। দ্বিতীয়ত, যাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে তারা নামমাত্র প্রশিক্ষণ পেয়েছে। ৩ দিনের কথা বলা হলেও কার্যত প্রশিক্ষণ হয়েছে মাত্র ১ দিন। প্রথম ও শেষদিন আসা-যাওয়ায় কেটে গেছে। আর, মাঝখানের একদিন প্রশিক্ষকের কথা হয়তো শুনেছেন শিক্ষকরা।

বিষয়টি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান এবং বেডুর পরিচালক রবিউল কবীর স্বীকার করেছেন। দু'জনই ভিন্নভাবে অভিন্ন কথা বলেছেন। তারা বলেন, ৩ দিনের প্রশিক্ষণ তেমন কার্যকর নয়। এই প্রশিক্ষণে দক্ষ শিক্ষক তৈরি করা কঠিন। এটা স্পষ্ট যে, তিন দিনের প্রশিক্ষণ সৃজনশীল পদ্ধতি বোঝার জন্য যথেষ্ট নয়। তাই যেখানে সৃজনশীল পদ্ধতির সফল বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষার্থীর তুলনায় শিক্ষকের দ্বিগুণ সৃজনশীল হতে হয়, সেখানে প্রশিক্ষণের এই পরিস্থিতি হলে পাঠদান, প্রশ্ন প্রণয়ন আর খাতা মূল্যায়নে তার প্রভাব পড়বেই।

(সৃজনশীলের ভালো-মন্দ নিয়ে সোমবার থেকে ধারাবাহিক রিপোর্ট প্রকাশিত হবে। সারা দেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদনগুলো তৈরি হয়েছে।)

[ধারাবাহিকভাবে চলবে]